তারিখ 05 APR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

মাদারীপুরে পুলিশের গুলিতে ঢাবি শিক্ষার্থী নিহত

শাহবাগে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ আজ মানববন্ধন

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দ্বিতীয় দফার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতায় মাদারীপুরে পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুজন মৃধা নিহত হওয়ার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি এবং জড়িত পুলিশ সদস্যদের ফাঁসির দাবিতে ফের রাজধানীর শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ সাধারণ শিক্ষার্থী। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রাজধানীর এ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় শাহবাগের চারপাশে যান চলাচল বন্ধ ছিল। একই দাবিতে আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় আবার শাহবাগে মানববন্ধন করবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এর আগে গত শনিবার রাতে শাহবাগে এবং রবিবার দুপুরে প্রেসক্লাবের সামনে একই দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা।

এসময় সাংবাদিকদের সুজন মৃধার সহপাঠী সৈকত কুমার রিকি বলেন, পুলিশ বলছে সুজন ব্যালট পেপার নিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু এলাকাবাসী বলেছে সে নামাজ পড়ে ঘটনা শুনে নির্বাচনের স্থলে যায়। সেখানে প্রথমে তার দাদা জয়লাভ করার কথা বলা হলেও পরে বিকল্প প্রার্থী জয়লাভ করেছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। পরে সেখানে পুলিশের সাথে সুজনের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে কনস্টেবল মাসুদ এসআই এনামুলের নির্দেশে খুব কাছ থেকে সুজনকে গুলি করে। সুজনের গলায় গুলি লাগলে সেখানেই নিথর হয়ে পড়ে যায় সে। সৈকত বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কেন গুলি করা হল? তিনি সুজন হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং কনস্টেবল মাসুদ, পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শাহবাগে শিক্ষার্থীদের

২০ পৃষ্ঠার পর

এসআই এনামুল এবং হারুন-অর-রশিদসহ ঘটনায় জড়িত সবার বিচার দাবি করেন। এছাড়া সুজনের পরিবারের বিরুদ্ধে দেয়া মামলা প্রত্যাহার এবং হয়রানি বন্ধ করারও দাবি করেন তিনি। সৈকত কুমার রিকি বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

গত ৩১ মার্চ ২য় দফার ইউপি নির্বাচনে ভোটগ্রহণকালে মাদারীপুর সদর উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সুজন মৃধা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং উপজেলার ধুরাইলের দক্ষিণ বিরঙ্গল গ্রামের বাচ্চু মৃধার ছেলে।

মাদারীপুর আদালতে দায়ের করা মামলা স্থগিত

মাদারীপুর সদর উপজেলার ধুরাইল গ্রামের যুবক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুজন মৃধা (২৩) গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোমবার পুলিশসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে নিহতের বাবা বাচ্চু মৃধা। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় মাদারীপুর ডিবির এএসআই এনামুল হক মন্ডলকে। এছাড়া অন্য আসামিরা হলেন ডিবি সদস্য মাসুদ রানা, হারুন অর রশিদ, মো. আশিক এবং স্থানীয় আইয়ুব আলি ফকির, ইয়াকুব আলি ফকির, রাসেল মুন্সি, মনি মাতুব্বরসহ অজ্ঞাত আরো ৫/৭ জন। কিন্তু আদালত মামলাটি স্থগিত করে দেয়।

মাদারীপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের জানান, "একই ঘটনা একটি মামলাই হয়। এ ঘটনায় আগেই একটি মামলা হয়েছে তাই কোর্ট মামলা স্থগিত করেছে। যদি নিহতের পরিবারের কিছু বলার থাকে তাহলে তদন্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে বলতে হবে।"

বাদীপক্ষের আইনজীবী মহিদুল ইসলাম জানান, আমরা সুবিচারের জন্য আদালতে মামলা করেছিলাম কিন্তু আদালত মামলাটি স্থগিত করেছে। আগামীতে আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব।